আন্তর্জাতিক
দুর্নীতিবিরোধী
দিবস ২০২২

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি প্রতিরোধে ডেটা সাংবাদিকতা
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
সমন্বয়ক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

০৯ ডিসেম্বর ২০২২

ভূমিকা

ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তেজনায় উদ্দীপিত সারা পৃথিবী । কোন দল বিশ্বকাপ জিতবে তা নিয়ে চলছে সমর্থকদের জোর বিতর্ক। আর এই বিতর্কে রসদ যোগাতে পিছিয়ে নেই গণমাধ্যমগুলো। চ্যাম্পিয়ন দলের আগাম খোঁজ পেতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নিয়ে গাণিতিক মডেলও ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন– অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিষয়ক গবেষক জসুয়া বুলের[১] করা অনুমান। মডেলটির অনুমান এবার চ্যাম্পিয়ন হবে ব্রাজিল। কিন্তু এর চাইতে চমকপ্রদ ইন্টারঅ্যাকটিভ মডেল[২] তৈরি করেছে স্প্যানিশ গণমাধ্যম এল পাইস। মডেলটি বলছে, ব্রাজিল ও ফ্রান্সের ফাইনালে যাবার সম্ভাবনা যথাক্রমে (৩৮%) ও (৩৩%), আর্জেন্টিনা (৩২%) এবং ইংল্যান্ডের (২৩%)। দলগুলোর শক্তিমত্তা, ফিফা র‍্যাংকিং, দলগুলোর ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা এবং একেকটি ম্যাচের সম্ভাব্য সব ফলাফলের সিমুলেশনের ভিত্তিতে এই মডেলটি পূর্বানুমান দাঁড় করিয়েছে। চাইলে যে কোনো পাঠক মডেলটি ব্যবহার করে ইচ্ছেমত সিমুলেশন করতে পারবেন।

PROBABILITY OF REACHING EACH ROUND AND WINNING THE WORLD CUP

TEAM	EP Score	ROUND OF 16	QUARTERFINALS	SEMIFINALS	FINAL	WINNER
Brazil	88	✓	84%	65%	38%	23%
Argentina	84	✓	✓	59%	32%	18%
France	83	✓	✓	56%	33%	17%
England	81	✓	✓	44%	23%	11%
Netherlands	78	✓	✓	41%	19%	9%
Spain	79	✓	76%	41%	19%	9%
Portugal	79	✓	64%	36%	17%	8%

গ্রুপ পর্বের ম্যাচের ফলাফল বিশ্লেষণ করে সাবেক আর্সেনাল কোচ ও ফিফার ওয়ার্ল্ড ফুটবল ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর আর্সেন ওয়েঙ্গার বলছেন, এবারের বিশ্বকাপ জিতবে সেই দল যাদের উইং শক্তিশালী। তার বিশ্লেষণ এবারের বিশ্বকাপে দুই উইং থেকে গোল হয়েছে ৫৮ শতাংশ। এরমধ্যে রাইট উইং দিয়ে এসেছে ২৮ শতাংশ ও লেফট উইং দিয়েছে ৩০ শতাংশ গোল। আর ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের তুলনায় ক্রস বেড়েছে ৮৩ শতাংশ। আর প্রতি ম্যাচে গড়ে শট ১২ থেকে নেমে এসেছে ১০.৯ শতাংশে। এ সব ডেটার সাথে দলগুলোর উইং এর শক্তিমত্তা হিসেব করে আপনিও চাইলে বিশ্বকাপের দাবিদার বের করে ফেলার কাজটি করতে পারবেন।

বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সংবাদ মাধ্যমগুলোর ডেটাভিত্তিক মডেল গড়ে তোলা ও তার ভিত্তিতে পূর্বানুমান তৈরি করা এখন প্রায় নিয়মিত ঘটনা। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সবচে বিখ্যাত ওয়াশিংটন পোস্টের "Flatten the Curve"[৩] সিমুলেশন। যার মাধ্যমে করোনাভাইরাসের দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব কিভাবে ভূমিকা রাখে তার আনুমানিক ব্যাখ্যা তৈরি করেন। যা পরবর্তী সময়ে সাধারণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বড় ভূমিকা রেখেছে।

[১] https://www.linkedin.com/posts/oxforduni_worldcup-activity-6999329112980914177-9WA2/
[২] https://english.elpais.com/sports/2022-11-24/who-will-win-the-qatar-world-cup-predict-the-winner-with-this-simulator.html
[৩] https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

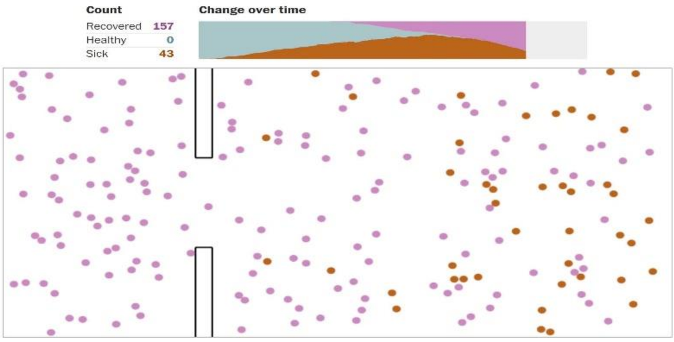

মূলত ডেটা সাংবাদিকতার গুরুত্ব এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে এই ধারার অগ্রগতি তুলে ধরার প্রচেষ্টা হিসেবেই উপরের উদহারণগুলো তুলে ধরা হলো। ডেটা ব্যবহার করে শুধু যে একটি প্রবণতা বের করা কিংবা পূর্বানুমান করার মডেল দাঁড় করানো হচ্ছে তা-ই নয়, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায়ও নতুন মাত্রা যোগ করেছে এটি। বলা যায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বাঁক বদল ঘটেছে, ডেটা সাংবাদিকতার হাত ধরে। যার বড় উদহারণ– ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টসের (আইসিআইজে) প্রকাশিত পানামা পেপারস অনুসন্ধান।[৪] যেখানে পানামাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মোসাক ফনসেকার ১ কোটি ১৫ লাখের বেশি ফাঁস হওয়া আইনি দলিল, টেক্সট, ই-মেইল, ছবিসমৃদ্ধ ২.৬ টেরাবাইটের বিশাল তথ্যভাণ্ডার অফশোর দুনিয়ায় মুদ্রাপাচার ও দুর্নীতির এক বৈশ্বিক চিত্রকে সবার সামনে নিয়ে এসেছে। প্রায় ৪০ বছরের এই তথ্য ভাণ্ডারে থাকা ২১টি জনপ্রিয় অফশোর এলাকার ২ লাখ ১০ হাজার কোম্পানির ব্যাপারে অনুসন্ধানের কর্মযজ্ঞকে উত্তরের সাথে দক্ষিণের সাংবাদিকতার মেলবন্ধনের পাশাপাশি বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করে ক্ষমতাশালীদের অবৈধ সম্পদ অর্জন, কর ফাঁকি ও পাচার, জটিল নেটওয়ার্ক উন্মোচনে ডেটা সাংবাদিকতা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নতুন পথ দেখিয়েছে এবং পাথেয় হয়ে উঠেছে।[৫] আর এই সাফল্যের হাত ধরেই, একে একে প্যানডোরা পেপারস, প্যারাডাইস পেপারসের মতো অনুসন্ধান সম্পন্ন হয়েছে, আর এসব অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ৮ লাখের বেশি অফশোর কোম্পানি,ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্টের নথি দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে "অফশোর লিকস ডেটাবেইস"।[৬]

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতার ধরন, বিস্তার, বৈশ্বিক অগ্রগতির তুলনায় ডেটা সাংবাদিকতায় বাংলাদেশের অবস্থান, তথ্যের প্রাপ্যতা, উন্মুক্ততা, তথ্যের ব্যবহারযোগ্যতা, দক্ষতা ও আইনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একইসাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে ডেটা সাংবাদিকতার সম্ভাবনার জায়গাগুলো চিহ্নিত ও উত্তরণে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করা জরুরি, তার কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

ডেটা সাংবাদিকতা কী?

ডেটা সাংবাদিকতা বুঝতে হলে প্রথমেই ধারনা থাকা দরকার, ডেটা আসলে কি? এটি আসলে বেশ কিছু তথ্যের সমাহার, যেখানে সংখ্যা থেকে শুরু করে শব্দাবলি, পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ কিংবা অর্থপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম (টিবিআইজে)[৭] বলছে, "ডেটা মানে ডিজিটাইজড

[৪] https://www.icij.org/investigations/panama-papers/five-years-later-panama-papers-still-having-a-big-impact/

[৫] Moyo, L. (2019). Data Journalism and the Panama Papers: New Horizons for Investigative Journalism in Africa. In: Mutsvairo, B., Bebawi, S., Borges-Rey, E. (eds) Data Journalism in the Global South. Palgrave Studies in Journalism and the Global South. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25177-2_2

[৬] https://offshoreleaks.icij.org/

[৭] *What is data journalism?* (n.d.-b). The Bureau of Investigative Journalism (en-GB). Retrieved October 12, 2022, from https://www.thebureauinvestigates.com/explainers/what-is-data-journalism

তথ্য। একেকটি জনগোষ্ঠীর বয়ান।” এবার আসা যাক ডেটা সাংবাদিকতা কি? এটি অন্য সাংবাদিকতা থেকে কতোটা আলাদা? এটি সহজে বোঝার জন্য আলজাজিরা মিডিয়া ইন্সটিটিউটের ডেটা সাংবাদিকতার সংজ্ঞাটি[৮] স্মরণ করা যায়, যেখানে বলা হচ্ছে “Data journalism is a form of journalism where your interview subject is data” অর্থাৎ ডেটাই এই সাংবাদিকতার প্রাণ। যেখানে ডেটাকে প্রশ্ন করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে একজন সাংবাদিককে। যেটি আপনাকে নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেবে। টিআইবির উদ্যোগে প্রকাশিতব্য **ডেটা সাংবাদিকতা সহায়িকা**, বলছে ডেটা সাংবাদিকতার আলোচনায় ৫টি বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রাখা জরুরি। **প্রথমত:** ডেটা হলো গল্পের অন্যতম উৎস, **দ্বিতীয়ত:** বিশ্লেষণ বা উপস্থাপনে প্রযুক্তির ব্যবহার, **তৃতীয়ত:** একটি প্রবণতা বা প্যাটার্ন পাওয়া যাচ্ছে, **চতুর্থত:** গল্প বলায় ডেটাচিত্রের ব্যবহার হচ্ছে এবং **পঞ্চমত:** ডেটা দিয়ে বলা গল্পটা আসলে মানুষের।

ডেটা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কমবেশি নিন্মোক্ত আটটি ধাপ অনুসরণের প্রয়োজন পড়ে–

সবমিলিয়ে ডেটা সাংবাদিকতাকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রযুক্তি নির্ভর রুপ বলছেন বলকান ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং সেন্টারের ক্রিনা বোরোস ও লরেন্স মারজুক।[৯]

বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতা

বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতার কতোটা হচ্ছে? কীভাবে এগুচ্ছে? তার কিছুটা চিত্র পাওয়া যাবে ২০২১ সালে প্রকাশিত ওপেন ডেটা কান্ট্রি রিপোর্ট বাংলাদেশ প্রতিবেদনে,[১০] যেখানে বলা হচ্ছে সাংবাদিক ও সম্পাদকরা ডেটার চিত্রায়নকে অনেক ক্ষেত্রেই ডেটা সাংবাদিকতা হিসেবে বিবেচনা করছেন। আবার ডেটা সাংবাদিকতার উপরে

[৮] https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2019/Data%20Journalism%20En%20-%20Web.pdf
[৯] Boroş, C., & Marzouk, L. (2018). *GETTING STARTED IN DATA JOURNALISM*. Balkan Investigative Reporting Network in Albania. https://birn.eu.com/wp-content/uploads/2018/08/Data-journalism-single-page.pdf
[১০] https://mrdibd.org/wp-content/uploads/2021/07/Open_Data_Country_Report_Bangladesh.pdf

উল্লিখিত ধাপগুলো বিশেষ করে ডেটা ক্লিনিং, ডেটা বিশ্লেষণ ও ডেটাভিত্তিক স্টোরি তৈরি করার বিষয়ে অনেকেই খুব একটা সচেতন নন। তাই বেশিরভাগই ডেটা সাংবাদিকতা কি এবং কীভাবে হয়, সেটি বোঝেন বলে প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীরা ঠিক আস্থাবান হতে পারেননি।

এর মাঝেই বাংলাদেশে যে ডেটা সাংবাদিকতার ভালো কোনো উদহারণ নেই, তা বলা যাবে না। তবে সেগুলোর সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। এই যেমন ঢাকা ট্রিবিউনে প্রকাশিত আবু সিদ্দিক–এর **দ্য হাংরি চিলড্রেন অব মাদার গ্যাঞ্জেস** অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি।[১১] প্রতিবেদনে পুরো গঙ্গা থেকে ভারত কীভাবে পানি উত্তোলন করে আসছে ও কী কী পরিকল্পনা করছে, তার হিসেব যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি উজানের দেশ ভারতের একক ভাবে গঙ্গার পানি তুলে নেওয়াতে বাংলাদেশের ক্ষতি কীভাবে বাড়ছে, প্রয়োজনীয় উপাত্তসহ প্রামাণ্য করে তোলা হয়েছে। আর এর মূল চ্যালেঞ্জ ছিল, ডেটার সীমাবদ্ধতা। নানা প্রতিবন্ধকতার পরও বিভিন্ন উৎস থেকে পানি সরিয়ে নেওয়ার ডেটা সংগ্রহ করে, সেটিকে যাচাই ও বিশ্লেষণ করে, ডেটাকে একটি ক্রসবর্ডার অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে স্টোরিটি।

একইভাবে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশে ৯৭ ভাগ নারী নির্যাতনের মামলায় কোন সাজা না হওয়ার প্রমাণ তুলে ধরা প্রথম আলোয় প্রকাশিত আলোচিত সিরিজটির কথা।[১২] যেখানে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলাসংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত প্রবণতাকে লিখনশৈলীর মাধ্যমে মানুষের জীবনগ্রাহী করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তবে, উন্মুক্ত ডেটা ব্যবহারের সুযোগ বাংলাদেশে আগের তুলনায় বাড়লেও তার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতা খুব একটা এগিয়েছে, তা বলা যায় না। মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে আলাদা করে ডেটা সাংবাদিক এখনও নেই। বড় আকারের একটি ডেটাসেট নিয়ে সেটিকে এক্সেল বা অন্য কোনো টুলে প্রয়োগ করে, নিজস্ব বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর মত দক্ষতা দেশের বেশিরভাগ সাংবাদিকেরই গড়ে ওঠেনি। বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করলেও তার বেশিরভাগই হয় বর্তমানের সাথে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সময়ের তুলনা। কিন্তু বড় আকারের ডেটা সেটকে প্রশ্ন করে কোনো প্রবণতার বিষয়কে উন্মোচনে এখোনো পারঙ্গম হয়ে উঠেননি। উদহারণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশে বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচারের বিষয়টি অনেক আলোচিত হলেও আমদানি ও রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণ করে পাচারের প্রবণতা বের করার চেষ্টা যেমন– কোন কোন সময় পাচার বেশি হয়? এর সাথে সাধারণ নির্বাচন বা রাজনৈতিক অস্থিরতার কোনো সর্ম্পক আছে কী-না? কিংবা খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির সাথে পাচারের সম্পর্ক কতোটা, তা বের করার চেষ্টা কখনও দেখা যায়নি। এর জন্য ডেটাকে বিশ্লেষণ করার দক্ষতার অভাবকে দায়ি করা গেলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে, একদিকে ডেটার পর্যাপ্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার ঘাটতি এবং অন্যদিকে ডেটাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকতার বিকাশে প্রয়োজনীয় চর্চার অনুপস্থিতি। আবার এর জন্য সাংবাদিকরা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর অনাগ্রহ এবং পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার বিষয়কে দায়ি করেন। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর অনাগ্রহের পেছনে অবশ্য সংবাদ ব্যবস্থাপকরা পাঠক ও দর্শকের কম চাহিদার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন উপরে উল্লেখিত কান্ট্রি রিপোর্টে।

উন্মুক্ত ডেটা ও ডেটার প্রাপ্যতা

দিন দিন ডেটা যতো বেশি উন্মুক্ত হচ্ছে, ডেটাভিত্তিক সাংবাদিকতার পরিমাণও ততো বেশি বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। এখানে উন্মুক্ত ডেটা বলতে বোঝাচ্ছে এমন ডেটা, যা সহজে ও বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং তার ব্যবহার, বিশ্লেষণ

[১১] https://ganges.dhakatribune.com/

[১২] https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE

ও যে কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায়।[১৩] ওপেন ডেটা হ্যান্ডবুক বলছে, উন্মুক্ত ডেটার অবশ্যই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে– সহজ প্রাপ্যতা,অভিগম্যতা, পুনঃব্যবহার, বণ্টন ও অংশগ্রহণমূলক।[১৪] কিন্তু ডেটা উন্মুক্ত হলে লাভ কি? ওপেন ডেটা ওয়াচ বলছে, এটি সরকারি ডেটা ব্যবহার করে সরকারকে জবাবদিহি করার কৌশলমাত্র।[১৫] বিশ্বব্যাংক বলছে, উন্মুক্ত ডেটা স্বচ্ছতা, সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক মূল্য ও কার্যকরতা বাড়ায়।[১৬] একইসাথে উন্মুক্ত ডেটা সরকারের ওপর জনগণের নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে স্বচ্ছতার পরিবেশ তৈরি করে দুর্নীতি কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি অর্জনে উন্মুক্ত ডেটা বড় প্রভাবক।

এক্ষেত্রে সরকারগুলো ডেটা উন্মুক্ত করতে কতোটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং কি ধরনের আইনি পরিবেশ এবং কাঠামো ব্যবহার করছে তা পরিমাপে ওপেন ডেটা ব্যারোমিটারের সূচক জনপ্রিয়তা পায় উন্মুক্ত ডেটা আন্দোলনের শুরু থেকেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা বুঝতে ওপেন ডেটা ব্যারোমিটার সূচকের স্কোরের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এই সূচকের তৃতীয় সংস্করণের ফলাফল বলছে,[১৭] বাংলাদেশের সার্বিক স্কোর ১০০ তে মাত্র ৭.০৫। প্রস্তুতিতে ১৭ ও বাস্তবায়নে ৭ আর ফলাফলের দিক থেকে শূন্য। এটি ২০১৬ সালের ফলাফল। সে বছরই বাংলাদেশ সরকারিভাবে ওপেন ডেটা পলিসি ঘোষণা করে ও বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অধীনে এটুআই কাজ শুরু করে। এরপর সরকারি তথ্য উন্মুক্ত করতে বেশ কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়। এতসবের পর অগ্রগতি কতোটা হলো, তা বুঝতে নজর দিতে হবে গ্লোবাল ডেটা ব্যারোমিটারের[১৮] চলতি বছরের ফলাফলের দিকে। নতুন এই সূচকে দেশগুলোর অবস্থান বিচার করা হয়েছে, গর্ভনেন্স, সক্ষমতা, প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও ফলাফল, উন্মুক্ত ডেটা নীতি ও উন্মুক্ত ডেটা ইনিশিয়েটিভ এসব মানদণ্ড বিবেচনায়। বাংলাদেশ সবচে ভালো স্কোর করেছে উন্মুক্ত ডেটা নীতিতে, স্কোর ৬৩। উন্মুক্ত ডেটা ইনিশিয়েটিভে স্কোর ৪৯। এ দুটিতে কিছুটা ভালো হলেও গর্ভনেন্সে স্কোর ২১.১, সক্ষমতায় ৩২.১, প্রাপ্যতায় ২২.১ এবং ব্যবহার ও ফলাফলে সবচে খারাপ ১০.৮। সবমিলিয়ে সার্বিক স্কোর ২৩.৮। যা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গড় স্কোর ৩২.৭৯ থেকেও বেশ কম। অর্থাৎ সরকারি পর্যায়ে ডেটা উন্মুক্ত করতে বেশ কিছু নীতি প্রণীত হওয়া এবং উদ্যোগ দেখা গেলেও সেটি ডেটার প্রকাশ, সহজ প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে মোটেও বাড়াতে পারেনি, ফলাফল পাওয়া দূরে থাক। সুতরাং অনেক দূর হাঁটতে হবে বাংলাদেশকে উন্মুক্ত ডেটার উদ্দেশ্য পূরণে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত আর্থিক খাতের ডেটা ও বিদ্যুৎ খাতের বেশ কিছু ডেটা নিয়মিত প্রকাশিত হলেও, সরকারি ডেটার বড় অংশই বিশেষ করে পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন পাওয়া যায় পিডিএফ ফরম্যাটে কিংবা জেপিজি ইমেজ আকারে। যার বেশিরভাগই ব্যবহার পুনঃব্যবহার উপযোগিতা বা মেশিন রিডেবল নয়। তারওপর এই ফরম্যাটে প্রকাশিত তথ্য আসলে বড় ডেটাসেটের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন সেখানে মূল ডেটাসেটের কিছুই থাকে না। এক্ষেত্রে, ডেটাকে বড় পরিসরে প্রশ্ন করার সুযোগও কমে আসে। আবার প্রকাশিত সব ডেটা হালনাগাদ থাকে না, কিংবা নিয়মিত এ সব তথ্য প্রকাশে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস কোনো ক্যালেন্ডার ব্যবহার বা অনুসরণ করে না।

[১৩] https://opendefinition.org/

[১৪] https://opendatawatch.com/wp-content/uploads/2022/Publications/Open-Data-Resource-Guide.pdf

[১৫] https://opendatawatch.com/publications/open-data-for-official-statistics-history-principles-and-implentation/

[১৬] http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/starting.html

[১৭] http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf

[১৮] https://globaldatabarometer.org/wp-content/uploads/2022/05/Global-Data-Barometer-Report-First-edition.pdf

এমন বাস্তবতায় বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের ওপেন ডেটা রেডিনেস এসেসমেন্ট (ওডিআরএ)[১৯] বলছে প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতি কাঠামো থাকার পর হাই ভ্যালু ডেটা উন্মুক্ত করার ব্যাপারে সরকারি দফতর বা প্রতিষ্ঠানগুলো এখোনো দ্বিধাগ্রস্ত। এ কারণেই বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান এখনো ডেটা উন্মুক্ত করার বিষয়ে নিজেদের প্রস্তুত বলে দাবি করলেও সরকারের দায়িত্বশীল নেতৃত্বের কাছ থেকে পরিষ্কার নির্দেশনার মুখাপেক্ষি রয়ে গেছে। আবার গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা বিবেচনায় অনেক তথ্য প্রকাশকে বিলম্বিত করার নজিরও রয়েছে। যেমন– সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতির ডেটা প্রকাশ সাময়িকভাবে আটকে দেওয়া হয়েছিলো।

এখানে প্রশ্ন হলো ডেটা সব নিয়ম মেনে প্রকাশিত হলে, উন্মুক্ত ডেটার উদ্দেশ্য কতোটা পূরণ হবে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে উন্মুক্ত ডেটার ব্যবহার বা চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে। আর এই চাহিদা আসবে বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম বিশেষ করে ডেটা সাংবাদিকতা ও ডেটা স্টার্টআপ কোম্পানির কাছ থেকেই। এদের মাধ্যমে উন্মুক্ত ডেটাকে প্রশ্ন করা ও নির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণের মনোযোগ বা আগ্রহ তৈরি করার মাধ্যমেই জবাবদিহি বা স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব। কেননা সরকারি পোর্টালে ডেটা প্রকাশিত হলেই সেটি জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এমনটা নয়। সেই ডেটাকে প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ করে প্রবণতা বের করা কিংবা মানুষের উপযোগী কোনো গল্প বলার সুযোগ তৈরির করার কাজটি করতে হবে। যেখানে সাংবাদিকতা বা নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ডেটা সাংবাদিকতার ভূমিকা অপরিসীম।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে উন্মুক্ত ডেটা ও ডেটা সাংবাদিকতা

প্রযুক্তির ব্যবহার যতোই এগুচ্ছে দুর্নীতির ধরনও দিনকে দিন আরো বেশি কৌশলী হয়ে উঠছে, যা চিহ্নিত করা ও প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ডেটা নতুন সুযোগ তৈরি করছে। উন্মুক্ত ডেটা আন্দোলনের ভিত্তি দলিল ওপেন ডেটা চার্টার অনুযায়ী দুর্নীতির নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দেয়ার প্রচেষ্টায় মুক্ত ডেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় দুর্নীতির ধারনা সূচক(সিপিআই) এবং ওপেন ডেটা ব্যারোমিটার(ওডিবি) এর মধ্যকার উচ্চ মাত্রার সম্পর্কযুক্ততায়।[২০] কানেক্টিং দ্য ডটস নামের প্রতিবেদন বলছে উন্মুক্ত ডেটা দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা উপায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারি কেনাকাটার ডেটা প্রকাশের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কোম্পানি চিহ্নিত করা কিংবা রাজনৈতিক দলের তহবিল যোগানদাতাদের তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের প্রক্রিয়া উন্মোচন করা সহজ হবে। তবে গ্লোবাল ডেটা ব্যারোমিটার বলছে, এই ধরনের ডেটা বিশেষ করে বেনিফিসিয়াল ওনারশিপ ও কোম্পানি নিবন্ধনের ডেটা এখোনো ততোটা উন্মুক্ত নয়। এসডিজি-১৬ এর লক্ষ্য অর্জনে এই ধরনের ডেটা উন্মুক্ত করায় নাগরিক সংগঠনগুলো চাপ তৈরি করলে এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে নিয়মিত ভাবে বিশ্লেষণধর্মী সাংবাদিকতার চর্চা অনুসরণ করা গেলে সরকারি- বেসরকারি ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রচেষ্টা আরও কার্যকরি রূপ পাবে।

বেশিদূর যাবার দরকার নেই, বাংলাদেশের আশপাশে তাকালেই ডেটা সাংবাদিকতার এমন অনেক নজির মিলবে। পানামা পেপার্স এ পাকিস্তানি সাংবাদিক উমর চিমার ডেটাভিত্তিক অনুসন্ধানের জেরে দুর্নীতির অভিযোগে দেশটির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের পতন হয়েছে। ভারতেও রাজ্যসভার সদস্যদের ব্যক্তিগত কর্মীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস দেখিয়েছে, ১৪৬ জন এমপি তাদের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আত্মীয়দের নিয়োগ দিয়েছেন। আবার ২০১৯ সালে ভারতের নির্বাচনকে সামনে রেখে

[১৯] https://documents1.worldbank.org/curated/en/274541588741142529/pdf/Bangladesh-Open-Data-Readiness-Assessment-Report-Open-Data-for-Economic-and-Social-Development-and-Improving-Public-Service.pdf

[২০] http://webfoundation.org/docs/2017/04/2017_OpenDataConnectingDots_EN-6.pdf

প্রার্থীদের ঘোষিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একচি ডেটা প্রতিবেদন[২১] তৈরি করেছিল রয়টার্স। রিপোর্টটি মাত্র একটি পেইজে, ভারতের মতো বড় একটি দেশের নির্বাচনের সামগ্রিক চিত্র কোনো দীর্ঘ বর্ণনা ছাড়াই ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছে ডেটা সাংবাদিকতার কল্যাণে, যেখানে নির্বাচনের যত প্রার্থী দাড়িয়েছেন তাদের ছবি, বৈচিত্র্য, সম্পদ ও অপরাধের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বড় কোনো বর্ণনা ছাড়াই।

প্রবন্ধের শুরুর দিকে উল্লিখিত পানামা পেপারসের অফশোর লিকস প্রকাশের ফলে গোপন বেনামি কোম্পানির আড়ালে কর ফাঁকি ও মুদ্রা পাচারের চিত্র বেরিয়ে এসেছে, তাতে এখন পর্যন্ত ১.২ বিলিয়ন ডলার উদ্ধার করা গেছে। অনেক মামলা চলমান আছে।[২২]

বাংলাদেশে যে মাত্রায় ডেটা প্রকাশিত হচ্ছে তাতে এই ধরনের ডেটা সাংবাদিকতা কি করা সম্ভব? এমন প্রশ্নের বেশ কিছু উত্তর টিআইবি প্রণীত ডেটা সাংবাদিকতা সহায়িকা বইটি দিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, তথ্য উন্মুক্ত থাকার পরও সাংবাদিকরা সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে বড় ক্যানভাসের অনুসন্ধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একইভাবে, সরকারের ইজিপি পোর্টালে বিপুল সংখ্যার কেনাকাটার ডেটা থাকলেও তা নিয়ে সরকারি কেনাকাটার উপর তথ্যবহুল কোনো প্রতিবেদন করার চেষ্টাই দেখা যায়নি। আবার নির্বাচনের প্রার্থীদের হলফনামাভিত্তিক কোনো ডেটাচিত্র তৈরি করার মাধ্যমে মূলধারার গণমাধ্যমগুলোকে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কোনো চেষ্টাও কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। আবার কোভিড সময়কালে ব্যাপক আকারে জনস্বাস্থ্যের ডেটা উন্মুক্ত থাকলেও দেশে কোভিডের বিস্তার প্রবণতা তৈরির চেষ্টাও দেখা যায়নি। এর অর্থ হলো ডেটা কেন্দ্রিক সাংবাদিকতার চর্চা এখোনো স্থানীয় গণমাধ্যমের নিউজরুমগুলো ঠিক শুরু করে উঠতে পারেনি। মোটাদাগে বলতে গেলে সাংবাদিকতার লক্ষ্য হচ্ছে, ক্ষমতাকে জবাবদিহি করা এবং জনগণকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে যাওয়া, যেন তারা সজ্ঞান-সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ডেটা সাংবাদিকতা নতুন নতুন অনুসন্ধানের ক্ষেত্র তৈরি করে জবাবদিহি ও বস্তুনিষ্ঠতার সুযোগকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি হারে।

বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জসমূহ

একটি কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিশেষ করে মুক্ত সাংবাদিকতা অপরিহার্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশের ঘাটতি সাংবাদিকতার স্বাভাবিকতাকে বিনষ্ট করে দেয়। যে রাজনৈতিক পরিবেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা চাপের মুখে থাকে সেখানে সাংবাদিকতার চর্চা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জসমূহ বুঝতে রাজনৈতিক ক্ষমতার বর্তমান রূপ এবং সেখানে গনমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে মিলিয়ে দেখাটাই সমীচীন হবে। এক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি অব গোথেনবার্গের ভি-ডেম ইন্সটিটিউটের ডেমোক্রেসি রিপোর্ট ২০২২[২৩] প্রকাশিত ডেটাসেট[২৪] সহায়ক ও কার্যকর হতে পারে।

প্রতিবেদনটি বলছে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিশ্বজুড়েই পিছু হাঁটছে। তিন দশকের গণতান্ত্রিক সব অর্জন প্রায় উবে যেতে বসেছে। এক দশকের ব্যবধানে বিশ্বের ৭০ ভাগ মানুষ স্বৈরতান্ত্রিক বা কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের অধীনে বাস

[২১] *The figures behind the faces*. (n.d.-c). Reuters. Retrieved October 12, 2022, from https://graphics.reuters.com/INDIA-ELECTION-CRIMINAL-CANDIDATES/0100925031T/index.html

[২২] www. icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-revenue-recovery-reaches-1-36-billion-as-investigationscontinue/.

[২৩] https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf

[২৪] https://www.v-dem.net/data/

করছে। ২০১১ সালে যা ছিলো ৪৯ ভাগ। প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে কর্তৃত্বপরায়ন রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যেটি স্বৈরতান্ত্রিক হবার পথে রয়েছে। কমেছে স্কোরও। প্রতিবেদনের লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান তলানির ২০ ভাগ রাষ্ট্রের মধ্যে।

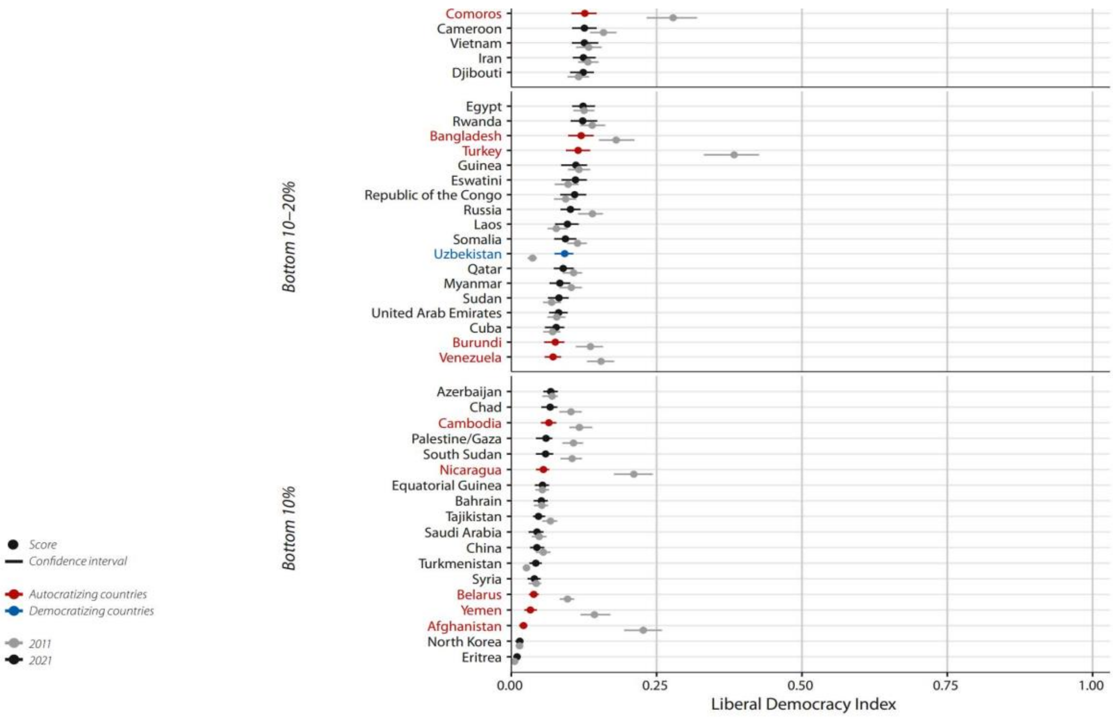

টিআইবি বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংক্রান্ত পাঁচটি মানদণ্ডেই (চিত্র- ১) গেলো এক দশকে বাংলাদেশ খারাপ করেছে কিংবা ক্রমাবনতি হয়েছে। এসব মানদণ্ডের ভেতর রয়েছে সরকারিভাবে মিডিয়া সেন্সরশিপের চেষ্টা, সাংবাদিক হয়রানি বা নিপীড়ন, পত্রিকা বা সম্প্রচার মাধ্যমের ক্রিটিকাল রোল, মিডিয়ার সেল্ফ সেন্সরশিপ এবং গণমাধ্যমের পক্ষপাত। একইরকমভাবে একাডেমিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা (চিত্র-২) সহ আইন ও প্রশাসনিক মানদণ্ডে (চিত্র-৩) বড় দাগে খারাপ করেছে।

চিত্র-১

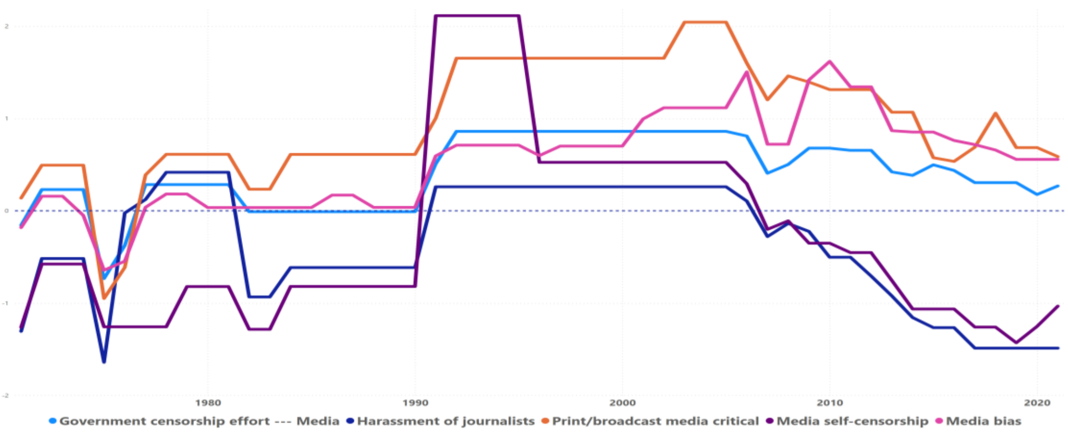

চিত্র-২

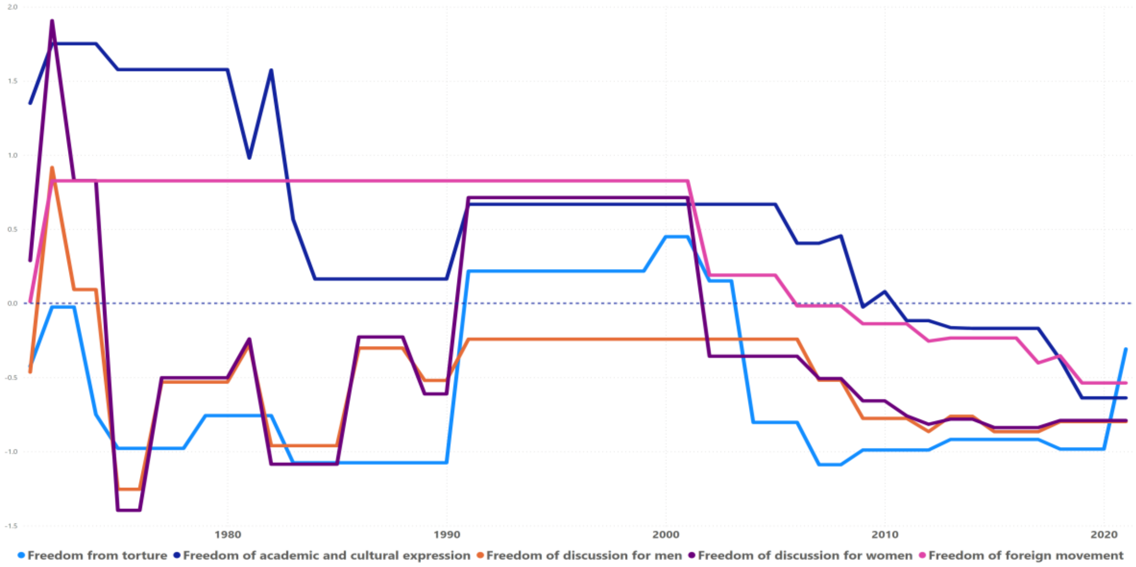

চিত্র-৩

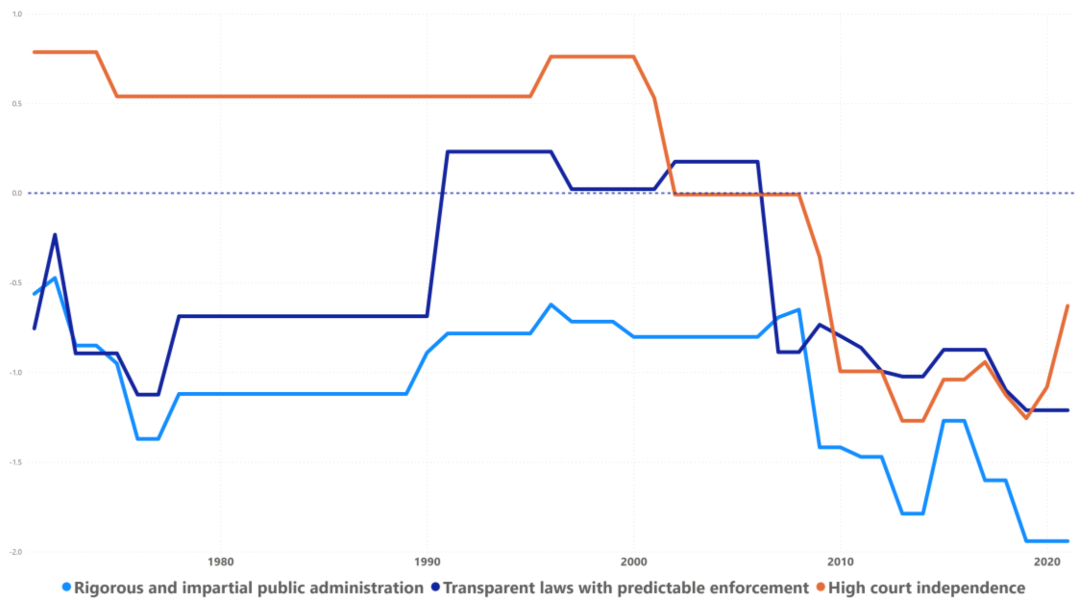

এমন পরিবেশ যে কোনো সাংবাদিকতার জন্যই চ্যালেঞ্জিং সেটি অনুসন্ধানী কিংবা ডেটা সাংবাদিকতা যাই হোক না কেন। ইউএনওডিসির সিটিজেন পার্টিসিপেশন ইন এন্টি করাপশন এফোর্টস মডিউল বলছে, সাংবাদিকতা দুর্নীতি চিহ্নিত করার কাজটি তখনই ভালো করতে পারে, যখন গণমাধ্যম মুক্ত ও স্বাধীন থাকে। এক্ষেত্রে

গণমাধ্যমের মালিকানা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাশালীদের সাথে সম্পর্কও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার সীমাকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

এখানেই শেষ নয় ডেটা সাংবাদিকতার জন্য বিদ্যমান আইনি কাঠামোও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিকদের হয়রানির বিষয়টি আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই আইনের ধারা ৮ এর বলে ডিজিটাল নিরাপত্তা হুমকি, জাতীয় ঐক্য, অর্থনীতি ও জননিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেললে বা পড়বে এমন শঙ্কা তৈরি হলে যে কোনো ডেটা সরিয়ে ফেলা বা ব্লক করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে। যা ডেটা সাংবাদিকতার জন্য বেশ স্পর্শকাতর। এর সাথে নতুন করে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর তালিকা। এই পরিকাঠামোর অজুহাত দিয়ে তথ্য ফাঁস করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের শাসানো হয়েছে সম্প্রতি।[২৫] বলা হয় অনলাইন বা প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়নি এমন কোনো তথ্য গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে গেলে সাত বছরের জেল হবে। তথ্যেও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় সরকারি ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপণ জারি করে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি(আইসিটি) বিভাগ। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে বেআইনিভাবে প্রবেশ করলে সাত বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে। বেআইনিভাবে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন বা ক্ষতির চেষ্টা করলে ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এর সাথে বৃটিশ আমলের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ব্যবহার ও নতুন আসতে যাওয়া ডেটা প্রটেকশন অ্যাক্টের আর্বিভাব একেবারেই অঙ্কুরে থাকা ডেটা সাংবাদিকতাকে চোখ রাঙাচ্ছে।

ডেটা সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয়

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ডেটা সাংবাদিকতার অপরিসীম সম্ভাবনাকে বাস্তবে জমিনে নিয়ে আসতে ডেটা উদারিকরণ থেকে শুরু করে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব বাস্তবায়ন জরুরি–

১. ডেটা সাংবাদিকতার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় উন্মুক্ত ডেটা প্রাপ্তি সরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে, যাতে দেশে ডেটা ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠে;

২. ডেটা সাংবাদিকতার বিষয়ে সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরিতে সাংবাদিকতার কারিকুলামকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে;

৩. প্রকাশিত ডেটাসেটকে ব্যবহার করে গণমাধ্যমগুলোতে ডেটা সাংবাদিকতার চর্চা বাড়াতে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, টুলস উন্নয়নে হাউজগুলোকে পর্যাপ্ত বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে;

৪. এক্ষেত্রে ডেটা স্টার্টআপ এবং নাগরিক সংগঠনগুলো ডেটা সাংবাদিকতার প্রসারে উন্মুক্ত ডেটা প্রাপ্তির বিষয়ে গণমাধ্যমের সাথে একযোগে সরকারের সঙ্গে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা, এক্ষেত্রে কৌশলগত অভিজ্ঞতা বিনিময় ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ডেটা সাংবাদিকতা উদ্যোগে যৌথভাবে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৫. ডেটা সাংবাদিকতা বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত আইনি ও নীতিকাঠামোর সংস্কার করতে হবে।

****

[২৫] https://www.prothomalo.com/opinion/column/yj6n01kuic